২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

# সংবাদ বিবৃতি

## শিশু অধিকার সংক্রান্ত ইউপিআর সুপারিশ বাস্তবায়নে শিশুদের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানকে গুরুত্ব প্রদান করা আবশ্যক: "শিশুদের মক ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর)" শীর্ষক কর্মসূচীতে শিশু বক্তাদের অভিমত

বাংলাদেশের শিশুদের সার্বিক অধিকার নিশ্চিত করতে সকল স্তরের শিশুদের সম্পৃক্ত করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন শিশুদের জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠন, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও এর যথাযথ ব্যবহার, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন মন্ত্রনায়লের মধ্যে সঠিক সমন্বয়ন, নিয়মিত পরীবিক্ষন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, আইন ও নীতিমালার বাস্তবায়ন, সকল অংশীজনদের সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ, ইত্যাদি। আজ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ চাইল্ড রাইটস কোয়ালিশন বাংলাদেশ কর্তৃক ঢাকাস্থ সিরডাপ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত "শিশুদের মক ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর)" শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে এসব মতামত উঠে আসে। চাইল্ড রাইটস কোয়ালিশন বাংলাদেশের ১০ টি শিশু অধিকারভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্ল্যাটফর্ম। উল্লেখ্য, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), এ কোয়ালিশনের সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে।

উল্লেখ্য, চতুর্থ পর্বের ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর) এর আওতায় গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩ জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। পর্যালোচনায় বাংলাদেশকে জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র ৩০১টি সুপারিশ প্রদান করে যার মধ্যে প্রায় ৯০টি সুপারিশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশু অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। এ সুপারিশগুলো থেকে শিশু নির্যাতন, বাল্যবিয়ে, মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণসহ উল্লেখযোগ্য ২০ টি সুপারিশ বাছাই করে শিশুরা জাতিসংঘের মূল ইউপিআর সেশনের আদলে একটি মক ইউপিআর আয়োজন করে। যেখানে প্রায় ২৬ জন শিশু বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধির, বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি দল, এবং জাতিসংঘের প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া, এ আয়োজনে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোয়ালিশনের সদস্য সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিগণ, শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করছে এমন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত গণমাধ্যমকর্মীগণ।

শিশুদের মক ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর) আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিলঃ ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর) এর আওতায় প্রাপ্ত শিশু অধিকার-সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ সম্পর্কে শিশুদের জানানো। এ সুপারিশসমূহ কেন বাংলাদেশ সরকারের গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন-তা সম্পর্কে শিশুদের মতামত তুলে ধরা। এবং ইউপিআর ফলো-আপের পরবর্তী পর্যায়গুলোতে শিশুদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

শিশুদের এ আয়োজনে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর নির্বাহী পরিচালক ফারুখ ফয়সল। তিনি বলেন, আজকের শিশুরাই আগামীর দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে বেড়ে উঠবে, নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করবে, তাই শিশু অধিকার বিষয়ে তাদেরকে জানানোর আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। ঠিক তেমনি, তাদের বিষয়গুলো তাদের কাছ থেকে শোনা এবং তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়াও প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানটিতে অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন মো. আরিফুর রহমান, পরিচালক (মানবাধিকার), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ সরকার শিশুদের উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও শিশুদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তিনি আরও জানান, শিশুদের এ আয়োজন তাকে অভিভূত করেছে।

উন্মুক্ত আলোচনায় শিশু অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন সুপারিশ উঠে আসে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

- জাতীয় বাজেটে শিশুদের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে বরাদ্দ নির্ধারণ।
- শিশুদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ; বিশেষত প্রান্তিক শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- শিশুদের জন্য একটি পৃথক অধিদফতর প্রতিষ্ঠা করা।
- শিশু আইন ২০১৩ এর বিধিমালা প্রণয়ন।
- বাল্যবিয়ে বন্ধে শিশু আইনের বিশেষ প্রবিধান বাতিল ।
- শিশুদের ওপর যেকোনো কাঠামোতে শারীরিক ও অপমানজনক শাস্তি প্রদান প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন।
- শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা, খেলাধুলা ও বিনোদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- শিশু বিষয়ক সংসদীয় ককাসের কার্যকর ভূমিকা প্রতিপালন ।
- মানবাধিকারের মূলনীতি ও জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন, এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন।